"নকলকে না বলি, দিন বদলে দৃঢ় প্রত্যয়ে দেশটাকে গড়ে তুলি।"

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

২০১৮ সালের জেএসসি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি নং-মাধ্য/পনি/জেএসসি/৬৩/৪০ তারিখ : ২৩/০৭/২০১৮ খ্রি.

এতদ্বারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর আওতাধীন সকল (নিম্ন মাধ্যমিক/মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক) বিদ্যালয় প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৮ সনে অনুষ্ঠিতব্য জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার Online এ পরীক্ষার্থী নির্বাচন (e-ES), ফি জমা দেয়ার তারিখ, ফি এর হার ও নিয়মাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

ক্রমিক	বিবরণ	তারিখ
১.	২০১৭ সনে জেএসসি পরীক্ষায় যে সকল পরীক্ষার্থী জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের বরাবর সাদা কাগজে আবেদনের শেষ তারিখ	৩০/০৭/২০১৮
২.	স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের web site এর student management এ শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা (probable list) প্রদর্শন	২৯/০৭/২০১৮
৩.	প্রদর্শিত সম্ভাব্য তালিকা হতে Online এ পরীক্ষার্থী নির্বাচনসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার তারিখ উল্লেখ্য, (ক) একই নামের একাধিক ছাত্র/ছাত্রী থাকলে প্রকৃত পরীক্ষার্থী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে নির্বাচন করতে হবে, যাতে প্রকৃত পরীক্ষার্থীর পরিবর্তে অন্য কোন শিক্ষার্থীর নাম নির্বাচিত না হয়। অনুরূপ ভুলের জন্য যাবতীয় দায় বিদ্যালয় প্রধানকে বহন করতে হবে। (খ) নির্বাচিত পরীক্ষার্থীদের তালিকা মুদ্রণ করে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরসহ তালিকা বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনে চাহিবামাত্র তা বোর্ডে জমা দিতে হবে। পরীক্ষার্থী নির্বাচন ও বিলম্ব ফি ছাড়া "সোনালী সেবার" মাধ্যমে ফিসের অর্থ জমা দেয়ার শেষ তারিখ :	৩০/০৭/২০১৮ থেকে ০৬/০৮/২০১৮
৪.	পরীক্ষার্থী প্রতি ২৫/-(পঁচিশ টাকা) হারে বিলম্ব ফিসহ নির্বাচিত পরীক্ষার্থীর "সোনালী সেবার" মাধ্যমে ফিসের অর্থ জমা দেয়ার শেষ তারিখ :	**১২/০৮/২০১৮**
৫.	**ফিসের যাবতীয় অর্থ জমাদান :** যশোর শিক্ষা বোর্ডের Website এর Home page এ "Sonali Seba" মেনুতে ক্লিক করলে ফি প্রদানের জন্য **"সোনালী সেবা"** ফরম পাওয়া যাবে। ফরমটির তথ্যাদি পূরণ করে Save button এ ক্লিক করলে ফিস জমাদানের রশিদ পাওয়া যাবে। ০১ কপি রশিদ প্রিন্ট করে সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় ফি জমা প্রদান করে ব্যাংক স্বাক্ষরিত রশিদের একটি কপি সংরক্ষণ করতে হবে। **বিঃদ্রঃ সোনালী সেবা জমা রশিদে ফিস জমা দেয়ার পূর্বে জমা দানের খাত ও সাল সঠিক আছে কিনা দেখে জমা দিতে হবে। খাত ও সাল ভুল হলে ফিস সমন্বয় করা হবে না।**	
৬.	ক) পরীক্ষার ফি : প্রতি পরীক্ষার্থী ১০০/- (একশত) টাকা। খ) বিলম্ব ফি : প্রতি পরীক্ষার্থী ২৫/- (পঁচিশ) টাকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। গ) কেন্দ্র ফি : প্রতি পরীক্ষার্থী ১৫০/- (এক শত পঞ্চাশ) টাকা। (কেন্দ্র নির্ধারণ হওয়ার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিবকে প্রদান করতে হবে) উল্লেখ্য, কোন অবস্থাতেই নির্ধারিত ফিসের অতিরিক্ত কোন ফিস আদায় করা যাবে না।	
৭.	ক) প্রতিষ্ঠানের EIIN ও password দিয়ে Login করতে হবে খ) এরপর প্রতিষ্ঠান প্রধানের মোবাইল নম্বর দিয়ে Submit করতে হবে গ) প্রদর্শিত সম্ভাব্য পরীক্ষার্থী তালিকা হতে পরীক্ষার্থী নির্বাচন করতে হবে ঘ) নির্বাচিত পরীক্ষার্থীদের ফিসের হিসাব payable ফিস Option এ পাওয়া যাবে। হিসাব অনুযায়ী ফিসের অর্থ সোনালী ব্যাংক লিঃ এর "সোনালী সেবার" মাধ্যমে জমা দিতে হবে এবং Bank কর্তৃক ফিস জমা নিশ্চিত করার পর পুনরায় সম্ভাব্য পরীক্ষার্থীর তালিকায় প্রবেশ করে Final Submit করতে হবে। **Final Submit করা না হলে পরীক্ষার্থী নির্বাচন সম্পন্ন হবে না।** ঙ) যে সকল পরীক্ষার্থীদের Final Submit করা হবে, তাদের আর কোনরূপ পরিবর্তন করা যাবেনা। সুতরাং, Final Submit করার পূর্বে পরীক্ষার্থী নির্বাচনে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। চ) নির্ধারিত ফিস জমা না দিলে অথবা কম ফিস জমা দেয়া হলে Final Submit কার্যকরী হবে না।	

অপরপাতায়-২

৯। **পরীক্ষার মাধ্যম** : বাংলা/ইংরেজি ভার্সন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে। ইংরেজি ভার্সনে পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান থেকে বিষয়ভিত্তিক কতজন পরীক্ষার্থী ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষা দিবে তা সুস্পষ্টভাবে বোর্ডকে জানাতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নিম্নের ছক অনুযায়ী দুই কপি তালিকা উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (মাধ্যমিক) এর নিকট হাতে হাতে ৩১/৭/২০১৮ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হবে না। এতে শিক্ষার্থীদের কোন অসুবিধা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানই দায়ী থাকবেন।

"ছক"

ক্রমিক নং	শিক্ষা বর্ষ	বিষয়	বিষয় কোড	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫

১০। **পাঠ্যসূচি** :

(ক) এনসিটিবি কর্তৃক গেজেটে প্রকাশিত ২০১৮ সালের অনুমোদিত বইসমূহ ৮ম শ্রেণির পাঠ্য বই হিসেবে বিবেচিত হবে।

(খ) ২০১৬ ও ২০১৭ সালের রেজিস্ট্রেশনধারী অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের এনসিটিবি অনুমোদিত ২০১৬ ও ২০১৭ সালের সিলেবাস/ পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী প্রণীত প্রশ্নে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

১১। **অনিয়মিত পরীক্ষার্থী** :

ক) ২০১৭ সালের রেজিস্ট্রেশনধারী পরীক্ষার্থীরা ২০১৮ সলের জেএসসি পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

খ) যে সকল পরীক্ষার্থীরা ২০১৭ সালের জেএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ০১ (এক) থেকে ০৩ (তিন) বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তারা ইচ্ছে করলে ইতোপূর্বে অকৃতকার্য বিষয়গুলো অথবা সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে আংশিক বিষয়ের পরীক্ষার্থীরা ৪র্থ বিষয়ের পরীক্ষা দিতে পারবেনা। আংশিক বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের পূর্বে উত্তীর্ণ বিষয়সমূহের প্রাপ্ত জিপি সংরক্ষিত থাকবে। ২০১৮ সালের জেএসসি পরীক্ষায় তাদের অংশগ্রহণকৃত বিষয়/বিষয়সমূহের জিপি পূর্বে উত্তীর্ণ বিষয়সমূহের সংরক্ষিত জিপির সাথে যোগ করে তাদের জিপিএ নির্ধারণ করা হবে।

১২। রেজিস্ট্রেশন নবায়ন : ২০১৬ সেশনের শিক্ষার্থী ২০১৭ সালের জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে (৪র্থ বিষয় বাদে) তারা রেজিস্ট্রেশন নবায়ন সাপেক্ষে ২০১৮ সালের জেএসসি পরীক্ষায় উক্ত বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অত্র বোর্ডের নিবন্ধন বিভাগ হতে ২৯/০৭/২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রতি পরীক্ষার্থী ১০০/- টাকা হারে ফিস জমা দিয়ে নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে।

১৩। **জিপিএ উন্নয়ন** : কেবলমাত্র ২০১৭ সালের জেএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়ে জিপিএ ৫.০০ এর কম পেয়েছে এমন পরীক্ষার্থীরা ২০১৮ সালের জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ উন্নয়নের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ২০১৮ সালের জেএসসি পরীক্ষায় এদের জিপিএ উন্নয়ন হলে তা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় পূর্বের জিপিএ বহাল থাকবে।

১৪। **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন** : কোন অবস্থাতেই এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে পিতা/মাতা/অভিভাবকের বদলি/যুক্তিসংগত অন্য কোন কারণে নিয়মানুযায়ী শিক্ষা বোর্ডের পূর্বানুমতিক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে থাকলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের সকল প্রামাণ্য কাগজপত্র (সত্যায়িত ফটোকপি) বোর্ডে জমা দিতে হবে।

১৫। **পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়/বিষয়সমূহ** : শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশনকার্ড/প্রবেশপত্রে উল্লেখিত বিষয়/বিষয়সমূহেই তাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বোর্ডের অনুমতিক্রমে বিষয় পরিবর্তন না করে রেজিস্ট্রেশনকার্ড/প্রবেশপত্র বহির্ভূত কোন বিষয়/বিষয়সমূহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে অংশগ্রহণকৃত উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহ বাদ দিয়েই তার ফল প্রকাশ করা হবে।

১৬। **স্ক্রাইব নিয়োগ** : বোর্ডের অনুমতিক্রমে কোন অন্ধ প্রতিবন্ধি, সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধি এবং যাদের হাত নেই এমন প্রতিবন্ধি পরীক্ষার্থীস্ক্রাইব (শ্রুতি লেখক) সংগে নিয়ে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে চাইলে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রুতিলেখক ২০১৮ সালে সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত হতে হবে। এ ধরনের পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় বৃদ্ধি থাকবে। অটিস্টিক সেরিব্রাল পালসি বা ডাউন সিনড্রোম আক্রান্তের জন্য অন্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় ১০%(৩ ঘন্টার পরীক্ষার ক্ষেত্রে ৩০ মিনিট) অতিরিক্ত সময় পাবে। পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। উল্লিখিত বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে ডাক্তারের সনদ/প্রতিবন্ধিদের ক্ষেত্রে সমাজ সেবা দপ্তরের সনদ/পরিচয় পত্র আবেদনকারী ও স্ক্রাইব (শ্রুতিলেখক) উভয়ের পাসপোর্ট সাইযের কপি সত্যয়িত ছবি এবং শ্রুতিলেখক অভিভাবকের সম্মতিপত্র ও প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ৭ম শ্রেণিতে অধ্যয়নের প্রত্যয়নপত্র আগামী ১০/১০/২০১৮ তারিখের মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা দপ্তরে জমা দিতে হবে।

অপর পাতায়-৩

১৭। কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, আরবি, সংস্কৃত, পালি, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা এবং চারু ও কারুকলা বিষয়সমূহ এনসিটিবি এর নির্দেশনা অনুসারে ধারাবাহিক মূল্যায়ণের মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রকে সরবরাহ করবে। পরীক্ষার্থীর রোলনম্বর পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র পরীক্ষা চলাকালীন বোর্ডের ওয়েবসাইটে অনলাইনের মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর এন্ট্রি করে প্রেরণ করবে।

১৮। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ২০১৮ সালের জেএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী সঠিকভাবে অনুসরণ করে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হ'ল।

(মাধব চন্দ্র রুদ্র)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
ফোন ঃ ০৪২১-৬৮৬৬৬
মোবা ঃ ০১৭৩৩-২২২০০৩
ই-মেইল:Controller@jessoreboard.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি নং-মাধ্য/পনি/জেএসসি/৬৩/৪০ তারিখ : ২৩/০৭/২০১৮ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হ'ল :

১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক, খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা/কুষ্টিয়া/চুয়াডাঙ্গা/মেহেরপুর/যশোর/ঝিনাইদহ/মাগুরা/নড়াইল।
৪। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/দিনাজপুর।
৫। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/দিনাজপুর।
৬। বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/দিনাজপুর।
৭। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা।
৮। পুলিশ সুপার, খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা/কুষ্টিয়া/চুয়াডাঙ্গা/মেহেরপুর/যশোর/ঝিনাইদহ/মাগুরা/নড়াইল।
৯। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, যশোর শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার সেল, যশোর।
১০। জেলা শিক্ষা অফিসার, খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা/কুষ্টিয়া/চুয়াডাঙ্গা/মেহেরপুর/যশোর/ঝিনাইদহ/মাগুরা/নড়াইল।
১১। অত্র শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
১২। অত্র শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার।
১৩। অত্র শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল জেএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিব এবং নিম্ন মাধ্যমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয়/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক।
১৪। অত্র শিক্ষা বোর্ডের সকল কর্মকর্তা/সেকশন অফিসার।

২৩/৭/১৮

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (মাধ্যমিক)
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর
ফোন ঃ ০৪২১-৬৫৫১০
মোবা: ০১৯১৪-৮২৮৮৫২